ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় করণীয়-২০২১

Standard Operating Procedure for Cyclone-2021

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা

সূচীপত্র

পরিচ্ছেদ-১

১.১ ভূমিকা

১.২ প্রস্তুতি ও পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

পরিচ্ছেদ-২

২.১ ঝড়ের পূর্বাভাস ঘোষণা পদ্ধতি

২.২ সতর্কতার শ্রেণি ও পদক্ষেপ

২.৩ ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি

২.৪ ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি

পরিচ্ছেদ-৩

৩.১ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস দূর্যোগকালীন করণীয় নির্দেশাবলী

পরিচ্ছেদ-৪

৪.১ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস পরববর্তী কার্যক্রম

পরিচ্ছেদ -১

১.১। ভূমিকা:

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপ প্রায়ই ঝড় বা ঘূর্ণিঝড়ের আকার ধারন করে এবং তা বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে আঘাত হানে। প্রতি বছর এ ধরণের একধিক ঝড় বা ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়ায়। পায়রা বন্দর বাংলাদেশের দক্ষিণ প্রান্তের উপকূলীয় এলাকায় অবস্থিত। যার ফলে স্বাভাবিকভাবে এ বন্দরটি ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কবলে পতিত হয়। পায়রা বন্দর এলাকায় ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলা ও ক্ষয়-ক্ষতি নিরসনের জন্য একটি Standard Operating Procedure for Cyclone প্রণয়ন প্রয়োজন।

১.২। প্রস্তুতিও পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় প্রস্তুতিও পরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে জরুরী ভিত্তিতে এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে ঘূর্ণিঝড় বা জলোচ্ছ্বাসের সময় নিম্নলিখিত কাজগুলো সুনিশ্চিত করা যায়।

ক। বন্দরের কার্যক্রম যতটা সম্ভব সচল রাখা।
খ। স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে বন্দর এলাকায় জানমালের নিরাপত্তা বিধান করা।
গ। বন্দরকে দূর্যোগকালীন সময়ে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা।
ঘ। স্বল্প সময়ের মধ্যে বন্দরের কর্মক্ষমতা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা।
ঙ। দূর্যোগকালীন সময়ে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান নির্ধারণ করে যাথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা।

উপরিল্লিখিত প্রস্তুতিও পরিকল্পনার লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন বন্দর কর্তৃপক্ষের সকল বিভাগ সমূহের সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা, যাতে আমাদের সাধ্যমত সবকিছুকে নিরাপদে রাখা যায়। ঘূর্ণিঝড় সংকেত প্রচারিত হলে ঐ সময়ে যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, সে সর্ম্পকে সকলের দায়িত্ব ও করণীয় নির্ধারণ করাই SOP প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য।

পরিচ্ছেদ-২

২.১ ঝড়ের পূর্বাভাস ঘোষণা পদ্ধতিঃ

আবহাওয়া অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী সমুদ্র বন্দরের জন্য সংকেত সমূহঃ

১নং দূবরর্তী সতর্ক সংকেত	জাহাজ ছেড়ে যাওয়ার পর দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সম্মুখীন হতে পারে। দুববর্তী এলাকায় একটি ঝড়ো হাওয়ার অঞ্চল রয়েছে, যেখানে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৬১ কিঃমিঃ যা সামুদ্রিক ঝড়ে পরিণত হতে পারে।
২নং দূবরর্তী হুঁশিয়ারী সংকেত	দূরে গভীর সাগরে একটি ঝড় সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে বাতাসের একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৬২-৮৮ কিঃমিঃ। বন্দর এখনই ঝড়ে কবলিত হবে না, তবে বন্দর ত্যাগকারী জাহাজ পথিমধ্যে বিপদে পড়তে পারে।
৩নং স্থানীয় সতর্ক সংকেত	বন্দর ও বন্দরের নোঙ্গর করা জাহাজগুলো দুর্যোগ কবলিত হওয়ার আশঙ্খা রয়েছে। বন্দরে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে এবং ঘূর্ণি বাতাসের একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিঃমিঃ হতে পারে।
৪নং স্থানীয় হুঁশিয়ারী সংকেত	বন্দর ঘূর্ণিঝড় কবলিত। বাতাসের সম্ভব্য গতিবেগ ঘণ্টায় ৫১-৬১ কিঃমিঃ তবে ঘূর্ণিঝড়ের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেওয়ার মতো তেমন বিপজ্জনক সময় এখনো আসেনি।
৫নং বিপদ সংকেত	বন্দর ছোট বা মাঝারী তীব্রতার ঝঞ্ঝাবহুল এক সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে নিপতিত। ঝড়ে বাতাসের সর্বোচ্চ একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৬২-৮৮ কিঃমিঃ । ঝড়টি বন্দরকে বাম দিকে রেখে উপকূল অতিক্রম করতে পারে।
৬নং বিপদ সংকেত	বন্দর ছোট বা মাঝারী তীব্রতার ঝঞ্ঝাবহুল এক সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে নিপতিত। ঝড়ে বাতাসের সর্বোচ্চ একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৬২-৮৮ কিঃমিঃ । ঝড়টি বন্দরকে ডান দিকে রেখে উপকূল অতিক্রম করতে পারে।
৭নং বিপদ সংকেত	বন্দর ছোট বা মাঝারী তীব্রতার ঝঞ্ঝাবহুল এক সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে নিপতিত। ঝড়ে বাতাসের সর্বোচ্চ একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৬২-৮৮ কিঃমিঃ । ঝড়টি বন্দরকে উপর বা নিকট দিয়ে উপকূল অতিক্রম করতে পারে।
৮নং মহাবিপদ সংকেত	বন্দর প্রচণ্ড ও সর্বোচ্চ তীব্রতার ঝঞ্ঝাবিক্ষুদ্ধ ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়তে পারে। ঝড়ে বাতাসের সর্বোচ্চ একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৮৯ কিঃমিঃ বা তার উর্দ্ধে হতে পারে। প্রচণ্ড ঝড়টি বন্দরকে বাম দিকে রেখে উপকূল অতিক্রম করবে।
৯নং মহাবিপদ সংকেত	বন্দর প্রচণ্ড ও সর্বোচ্চ তীব্রতার ঝঞ্ঝাবিক্ষুদ্ধ এক সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের কবলে নিপতিত। ঝড়ে বাতাসের সর্বোচ্চ একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৮৯ কিঃমিঃ বা তার উর্দ্ধে হতে পারে। প্রচণ্ড ঝড়টি বন্দরকে ডান দিকে রেখে উপকূল অতিক্রম করবে।
১০নং মহাবিপদ সংকেত	বন্দর প্রচণ্ড ও সর্বোচ্চ তীব্রতার ঝঞ্ঝাবিক্ষুদ্ধ এক সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের কবলে নিপতিত। ঝড়ে বাতাসের সর্বোচ্চ একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৮৯ কিঃমিঃ বা তার উর্দ্ধে হতে পারে। প্রচণ্ড ঝড়টি বন্দরের উপর বা নিকট দিয়ে উপকূল অতিক্রম করবে।
১১নং যোগযোগ বিচ্ছিন্ন সংকেত	আবহাওয়া বিপদ সংকেত প্রদানকারী কেন্দ্রের সাথে সকল যোগযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং স্থানীয় কর্মকর্তা আবহাওয়া অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ বলে মনে করেন।

পায়রা বন্দরের সতর্কতার শ্রেণী নিম্নে ছক আকারে দেখানো হলোঃ

পায়রা বন্দরের "১নং সতর্কতা"	আবহাওয়া অধিদপ্তরের ৩ নং স্থানীয় সতর্ক সংকেত
পায়রা বন্দরের "২নং সতর্কতা"	আবহাওয়া অধিদপ্তরের ৪নং স্থানীয় হুঁশিয়ারী সংকেত
পায়রা বন্দরের "৩নং সতর্কতা"	আবহাওয়া অধিদপ্তরের ৫নং, ৬নং ও ৭নং বিপদ সংকেত
পায়রা বন্দরের "৪নং সতর্কতা"	আবহাওয়া অধিদপ্তরের ৮নং, ৯নং, ১০নং মহাবিপদ সংকেত এবং ১১নং যোগযোগ বিচ্ছিন্ন সংকেত

আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঝড়ের সংকেত পাওয়া মাত্রই পায়রা বন্দরের VHF পোর্ট কন্ট্রোল রুমের ইনচার্জ টেলিফোনে সংবাদ প্রেরণ ছাড়াও লিখিতভাবে হারবার মাস্টার/ডক মাস্টারকে ঝড় সম্পর্কে অবহিত করবেন।
পায়রা বন্দরের ঝড়ের সতর্কতা প্রদর্শনের জন্য দিনের বেলায় সবুজ ও লাল পতাকা প্রদর্শন করতে হবে। লাল পতাকা বিপদ ও সবুজ পতাকা বিপদমুক্ত বুঝাবে। বন্দরে সতর্কতা অনুযায়ী রাতের বেলায় লাল বাতি দিয়ে বিপদ সংকেত এবং সবুজ বাতি দিয়ে বিপদমুক্ত বুঝতে হবে।
হারবার মাস্টার/ডক মাস্টার আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঝড়ের সংকেত পর্যালোচনা করে ঘূর্ণিঝড় স্থায়ী কমিটির আহবায়কের সাথে পরামর্শপূর্বক প্রয়োজনে ঘূর্ণিঝড় স্থায়ী কমিটির সভা আহবান করবেন।

২.২। সতর্কতার শ্রেণী ও পদক্ষেপ

ঝড় সর্ম্পকে আবহাওয়া অধিদপ্তরের সংকেত প্রদর্শিত হওয়ার পর ঝড়ের ধরণ অনুযায়ী পায়রা বন্দরে চারটি শ্রেণীতে নিম্নোক্ত সতর্কতাসমূহ ঘোষিত হবে। পায়রা বন্দরে ঝড়ের সতর্কতা প্রদর্শনের জন্য বন্দরের উচু স্থান, প্রধান ফটক ও জেটিসমূহে সাংকেতিক পতাকা এবং রাত্রিকালীণ সময়ে লাইট প্রদর্শিত হবে।

০১নং সতর্কতা (Alert No-1)

ঝড় সম্পর্কে আবহাওয়া অধিদপ্তরের ৩ নং স্থানীয় সতর্ক সংকেত প্রদর্শিত হবার পর ইহা বন্দরে "১নং সতর্কতা" হিসেবে ঘোষিত হবে। ১ নং সতর্কতার জন্য আবহাওয়া বার্তা:

ক) বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ।
খ) বন্দর ও বন্দরে নোঙ্গার করা জাহাজগুলো দূর্যোগ কবলিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বন্দরে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে এবং ঘূর্ণিঝড় কবলিত বাতাসের সম্ভব্য গতিবেগ ঘণ্টায় ৪০-৫০ কি:মি: হতে পারে।

১ নং সতর্কতার জন্য গ্রহণীয় পদক্ষেপঃ

১নং সতর্কতা পাওয়ার সাথে সাথে বন্দরের সকল নৌ-যানের ইঞ্জিন ১ (এক) ঘন্টায় নোটিশ প্রস্তুত রাখতে হবে এবং সকল জাহাজের নাবিকগণ পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত নিজ নিজ জাহাজে অবস্থান করবেন। প্রয়োজনীয় মালামাল যন্ত্রপাতি সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা করে সকলে সম্ভাব্য পরবর্তী হুশিয়ারী শোনার জন্য প্রস্তুত থাকবে।

বন্দরের সকল কর্মকর্তাগণ টেলিফোন যোগাযোগ এর আওতায় থাকবে। হারবার মাস্টার এর নির্দেশে ডক মাস্টার পোর্ট কন্ট্রোল রুমে পালাক্রমে সার্বক্ষনিক কাজ করার জন্য কর্ম তালিকা ও রোষ্টার প্রস্তুত করবেন এবং তা জারী করবেন।

টাগ ঃ পোর্ট কন্ট্রোল রুমের নির্দেশ মোতাবেক প্রতিদিনের স্বাভাবিক কাজ অব্যাহত থাকবে। আবহাওয়ার সংবাদ আদান প্রদানের জন্য ভিএইচএফ চালু রাখতে হবে।

পাইলট ভেসেল ঃ পোর্ট কন্ট্রোল রুমের নির্দেশ মোতাবেক প্রতিদিনের কাজ স্বাভাবিক রাখতে হবে। আবহাওয়া বার্তার জন্য ভিএইচএফ চালু রাখতে হবে। প্রয়োজনে আবহাওয়া সংবাদের জন্য মাদার ভেসেলের সাথে যোগাযোগ থাকতে হবে।

মুরিং বোট ঃ পোর্ট কন্ট্রোল রুমের নির্দেশ মোতাবেক প্রতিদিনের কাজ স্বাভাবিক রাখতে হবে ; আবহাওয়া বার্তার জন্য ভিএইচএফ চালু রাখতে হবে।

সার্ভে ভেসেল ঃ পোর্ট কন্ট্রোল রুমের নির্দেশ মোতাবেক প্রতিদিনের কাজ স্বাভাবিক রাখতে হবে এবং আবহাওয়া বার্তার জন্য ভিএইচএফ চালু রাখতে হবে।

হেভী ডিউটি বোট ঃ পোর্ট কন্ট্রোল রুমের নির্দেশ মোতাবেক প্রতিদিনের কাজ স্বাভাবিক থাকতে হবে। আবহাওয়া বার্তার জন্য মাদার ভেসেলের সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে।

ফেরী বোট এবং অন্যান্য নৌ-যান ঃ পোর্ট কন্ট্রোল রুমের নির্দেশ মোতাবেক প্রতিদিনের কাজ স্বাভাবিক থাকবে তবে পোর্ট কন্ট্রোলের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতে হবে।

বাণিজ্যিক জাহাজের অপারেশনাল কার্যক্রম বর্তমান আবহাওয়া (বাতাসের গতি, ঢেউয়ের উচ্চতা) পরিস্থিতি বিবেচনা করে হারবার মাস্টার/ডক মাস্টারের নির্দেশক্রমে পরিচালিত হবে। পোর্ট কন্ট্রোল রুমের রেডিও অপারেটর/ সুপারভাইজার পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের সকল বিভাগীয় প্রধানকে প্রয়োজন অনুযায়ী পরিস্থিতি সর্ম্পকে অবহিত করবেন।

হারবার মাস্টার কর্তৃক গৃহীত সতকর্তামূলক পদক্ষেপের অতিরিক্ত কাজ হিসেবে বন্দরের ডক মাস্টার/সহকারী হারবার মাস্টার বন্দরের সকল নৌযান ও বর্জসমূহ এবং মেরামতাধীন নৌ-যানগুলিকে সঠিকভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখবেন।

ব্যবস্থা গ্রহণে: হারবার মাস্টার/ডক মাস্টার

বন্দরের ১নং সতর্কতা জারীর সঙ্গে সঙ্গে বন্দরের আবাসিক এলাকার ওভারহেড পানির ট্যাংকগুলো খাবার পানি দ্বারা পরিপূর্ণ করে রাখতে হবে। প্রশাসন বিভাগের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে কমপক্ষে ৫০টি এলুমিনিয়ামের কলসী প্রস্তুত রাখতে হবে।

ব্যবস্থা গ্রহণে: পুরকৌশল ও প্রশাসন বিভাগ

ট্রাফিক বিভাগের কর্তব্যরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ বন্দর এলাকার অপারেশনাল কাজ চালিয়ে যাবেন এবং অফিসারদের বাসা/অফিসে টেলিফোনে যোগাযোগ রক্ষার্থে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। নদীর তীর এলাকার সকল প্রকার কাজ কর্মে অতিরিক্ত সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ব্যবস্থা গ্রহণে: ট্রাফিক বিভাগ

বিদ্যুৎ ও যান্ত্রিক বিভাগের সকল কর্মকর্তাকে বাসা/অফিসে যোগাযোগ রক্ষার্থে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। এ সময়ে বন্দরের সর্বত্র যথাযথভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য প্রয়োজন বোধে ইমারজেন্সী জেনারেটরগুলো চালু করে পরীক্ষামূলকভাবে প্রস্তুত রাখতে হবে।

ব্যবস্থা গ্রহণে: বিদ্যুৎ বিভাগ

বন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে এবং অগ্নি নির্বাপক বাহিনীকে সতর্কাবস্থায় রাখতে হবে।

ব্যবস্থা গ্রহণে: নিরাপত্তা বিভাগ

২নং সতর্কতা (Alert No -2)

ঝড় সম্পর্কে আবহাওয়া অধিদপ্তরের ৪নং স্থানীয় হুশিয়ারী সংকেত প্রদর্শিত হবার পর ইহা বন্দরে "২ নং সতর্কতা" হিসেবে ঘোষিত হবে। ২ নং সতর্কতার জন্য আবহাওয়া বার্তা:

ক) বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ।

খ) বন্দর ঘূর্ণিঝড় কবলিত। বাতাসের সম্ভব্য গতিবেগ ঘণ্টায় ৫১-৬১ কি:মি: তবে ঘূর্ণিঝড়ের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেওয়ার মতো তেমন বিপদজ্জক সময় এখনো আসেনি।

২ নং সতর্কেতার জন্য পদক্ষেপঃ

১ নং সতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত ব্যবস্থাদির অতিরিক্ত হিসেবে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করতে হবে:

বন্দরের সকল কর্মকর্তাগণ টেলিফোনে যোগযোগের আওতায় থাকবে। টাগ বোট গুলো পূর্ণ সতর্কাবস্থায় রাখতে হবে। পোর্ট কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে সকল বিভাগীয় প্রধান/সেল প্রধানকে সতর্কতা সম্পর্কে জানাতে হবে। পাইলটগণ বড় জাহাজ, সংলগ্ন বার্জ ও লাইটারেজ গুলোকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। সুপারিনটেনডেন্ট (লাইট এন্ড মুরিং) চ্যানেল লাইট ও বন্দরের জলযান মুরিং/দড়ি পরীক্ষা করবেন। হারবার মাস্টার সংশ্লিষ্ট সকলের বরাবরে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারী করবেন। তবে জরুরী মুরিং বোট এবং জরুরী সার্ভিস চালু থাকবে। হারবার মাস্টার বন্দরের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে ঝড়ের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করবেন এবং ঘূণিঝড় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি মিটিং করবেন।

মেরামতাধীন নৌযানসহ বন্দর কর্তৃপক্ষের সকল নৌযানসমূহকে সতর্ক অবস্থায় রাখতে হবে। নৌযানসমূহে প্রয়োজনীয় লোকবল রাখতে হবে। প্রয়োজন বোধে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে হবে।লাইটারেজ বা কার্গো অপারেশন অব্যাহত থাকবে কিনা বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে হারবার মাস্টার/ডক মাস্টার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

ব্যবস্থা গ্রহণে: হারবার মাস্টার/ডক মাস্টার

জরুরী অবস্থাকালে কাজ করার জন্য বন্দরের যে সব মটর গাড়ি চিহ্নিত করা হবে নিরাপদ সংকেত ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত এ গাড়িগুলো সরাসরি উপ-পরিচালক (প্রশাসন),নির্বাহী প্রকৌশলী ও হারবার মাস্টার এর নিয়ন্ত্রনে থাকবে। টেলিফোন ও ইন্টারকম ব্যবস্থা দিবারাত্র চালু রাখতে হবে। একটি জীপ/ট্রাক সর্বদা বন্দরের ওয়ার্কশপ ভবনে রাখতে হবে। বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত যে সব যানবাহন থাকবে তা সরাসরি ওয়ার্কশপ ভবনে রাখতে হবে যাতে যে কোন জরুরী কাজে পাঠানো যায়। একটি গাড়ি পেট্রোল ডিউটি করানোর জন্য রাখতে হবে।

ব্যবস্থা গ্রহণে: উপ-পরিচালক
(প্রশাসন), নির্বাহী প্রকৌশলী, হারবার মাস্টার

জেটির উপর পণ্য খালাসের কার্যক্রম, গুদামে মালামাল ভর্তি (লোড) বা গুদাম থেকে বার্জে মালামাল ভর্তি কাজ চলবে কিনা তা পরিচালক (ট্রাফিক), উপ-পরিচালক (ট্রাফিক) সমন্বয় করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। সমগ্র জেটি এলাকায় প্রহরার কাজের জন্য ট্রাফিক বিভাগের কর্মকর্তাদের জন্য রোষ্টার ডিউটি চালু রাখতে হবে।

যে সকল মালামাল/জিনিসপত্র বন্দরে অন্য সংরক্ষিত এলাকায় স্থানান্তরিত করার প্রয়োজন, সে সকল মালামাল/জিনিসপত্র বন্দরে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তার ইস্যুকৃত মেমোর ভিত্তিতে স্থানান্তর ও সংরক্ষণ করতে হবে।

ব্যবস্থা গ্রহণে: ট্রাফিক বিভাগ

বন্দরের সংরক্ষিত এলাকায় পরিচালক (নিরাপত্তা) দূর্যোগকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ব্যবস্থা গ্রহণে: নিরাপত্তা বিভাগ

বৃষ্টি না হলে ক্রেনের কাজ খুব সাবধানে চালাতে হবে। অন্যথায় ক্রেনগুলোকে নিরাপদ স্থানে স্থাপন করতে হবে। ঝড়ের সময় সকল হুক স্থাপন করতে হবে এবং হ্যান্ড ব্রেকার চালু করতে হবে। এ সময় প্রধান প্রকৌশলী (যাঃ) , ট্রাফিক ও মেরিন বিভাগের সঙ্গে আলোচনা করে ক্রেনের কাজ থাকবে কিনা তা স্থীর করবেন।

বন্দরের ২নং সতর্কতা প্রদর্শিত হওয়ার সাথে সাথে নির্বাহী প্রকৌশলী প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোকবল জেটি এলাকায় প্রস্তুত রাখবেন যাতে ঘূর্ণিঝড়ের সময় বা পরে কোন জরুরী কাজ সম্পাদন করা যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট প্রকৌশল বিভাগ কমপক্ষে ১০ দিনের চাহিদা অনুযায়ী বিশুদ্ধ পানি এবং জেনারেটর চালানোর জন্য জ্বালানী তেলের মজুদ নিশ্চিত করবে।

ব্যবস্থা গ্রহণে: প্রকৌশল বিভাগ

৩নং সতর্কতা (Alert No-3)

ঝড় সম্পর্কে আবহাওয়া অধিদপ্তরের ৫নং, ৬নং এবং ৭নং বিপদ সংকেত প্রদর্শিত হবার পর ইহা বন্দরে "৩ নং সতর্কতা" হিসেবে ঘোষিত হবে। ৩ নং সতর্কতার জন্য আবহাওয়া বার্তা:

ক) বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ।
খ) বন্দর ছোট ও মাঝারী তীব্রতার ঝঞ্ঝাবহুল এক সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে নিপতিত। ঝড়ে সাতাসের সর্বোচ্চ একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৬২-৮৮ কি:মি:। ৫নং বিপদ সংকেত মোতাবেক ঝড়টি বন্দরকে বাম দিকে রেখে উপকূল অতিক্রম করতে পারে, ৬ং বিপদ সংকেত মোতাবেক ঝড়টি বন্দরকে ডান দিকে রেখে উপকূল অতিক্রম করতে পারে এবং ৭নং বিপদ সংকেত মোতাবেক ঝড়টি বন্দরকে উপর বা নিকট দিয়ে উপকূল অতিক্রম করতে পারে।

এ সতর্ক বার্তার অর্থ বন্দর অচিরেই মারাত্মক ঝড়ের কবলে পড়বে। এ সময় ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এড়ানোর জন্য জাহাজ ও সর্ব প্রকারের নৌযান নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে হবে এবং তার তীরবর্তী স্থাপনাদি ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩ নং সতর্কতার জন্য পদক্ষেপঃ

১ নং ও ২নং সতর্কতার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত ব্যবস্থাদির অতিরিক্ত হিসেবে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করতে হবেঃ

বন্দরের প্রশাসনিক ভবনে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু করতে হবে। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ পোর্ট কন্ট্রোল রুম সমন্বয়ে কাজ করবে। বাণিজ্যিক জাহাজ, ছোট জলযান এবং টাগ বোটসমূহ নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে হবে।
বন্দর সীমানায় সকল নৌযানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোকবল থাকতে হবে। প্রতিটি নৌযানকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে অথবা কোন বিপদমুক্ত এলাকায় নিয়ে যেতে হবে।

ব্যবস্থা গ্রহণে: প্রশাসন, মেরিন এন্ড কজনজারভেন্সি বিভাগ

একটি ছাউনি যুক্ত পিক-আপ/জীপ গাড়ি বন্দরের ৩নং সতর্কতা প্রদর্শিত হওয়ার সাথে সাথে সার্বক্ষণিক বন্দরের উপ-পরিচালক (নিরাপত্তা) এর অধীনে রাখতে হবে।

ব্যবস্থা গ্রহণে: নিরাপত্তা বিভাগ

ইয়ার্ড এবং শেডে সকল প্রকার কাজ বন্ধ রাখতে হবে। সকল লাইটারেজ ও কার্গোর কাজ বন্ধ রাখতে হবে। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে সে অবস্থায় বন্দরের প্রতিটি গেটে লোক নিয়োগে করতে হবে। সকল প্রকার নিরাপত্তামূলক কাজ জোরদার করতে হবে। ট্রাফিক বিভাগের অফিসারদের দিয়ে রোষ্টার ডিউটি প্রবর্তন করতে হবে এবং সমগ্র জেটি এলাকার প্রহরার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

কারখানার ফায়ার প্রেসের আগুন নিভিয়ে রাখতে হবে। জরুরী কাজ সম্পাদনের জন্য ওয়ার্কশপ ইনচার্জ এবং সহযোগীদেরকে ওয়ার্কশপে থাকতে হবে। সকল ক্রেন এবং জাহাজের মালামাল বহনে যাবতীয় যন্ত্রপাতির কাজ বন্ধ থাকবে। ওভারহেড বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের মেইন সুইচ বন্ধ রাখতে হবে। বিদ্যুৎ সাব ষ্টেশন ফোরম্যান ও বিদ্যুৎ কর্মীসহ গাড়ি প্রস্তুত রাখতে হবে। জেটিতে ব্যবহৃত হচ্ছে এমন সব মোবাইল যন্ত্রপাতি গ্যারেজে ফেরত আনতে হবে এবং সেগুলিকে অধিক নিরাপদে রাখতে হবে।

ব্যবস্থা গ্রহণে: ট্রাফিক বিভাগ

যখন বন্দরের ৩ নং সতর্কতা প্রদর্শিত হবে তখন বন্দরের কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ছুটি মঞ্জুর করা হবে না। মঞ্জুরকৃত ছুটি বাতিল বলে গণ্য হবে এবং অনতিবিলম্বে কর্মস্থলে যোগদান করতে হবে। বন্দর এলাকার বাইরে অফিস সংশ্লিষ্ট কাজে থাকলে তাও বাতিল হবে, এ ব্যাপারে উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। বন্দরের সদস্য এবং বিভাগীয় প্রধানগণ বিপদ সংকেত নেমে না গেলে অথবা স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত বন্দর কার্যালয় ত্যাগ করতে পারবেন না। অনিবার্য কারণ বশতঃ যদি ঝড়ের সময় কোন কর্মকর্তাকে সরকারী বাসভবনে ত্যাগ করতে হয় তবে তার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানের অনুমতি নিতে হবে। যদি কোন কারণে বিভাগীয় প্রধান/শাখা প্রধান কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন, তবে সেক্ষেত্রে তার নিকটতম অধস্তন কর্মকর্তা উক্ত শুন্য স্থানের দায়িত্বে থাকবেন. আবশ্যকীয় কর্মচারীদের বাসার ঠিকানা হাতের কাছে রাখতে হবে। যাতে প্রয়োজনে সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে কর্মস্থলে উপস্থিত হতে পারেন।

৪ নং সতর্কতা (Alert No-4)

আবহাওয়া অধিদপ্তরের ৮নং, ৯নং, ১০নং মহাবিপদ সংকেত এবং ১১নং যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন সংকেত প্রদর্শিত হবার পর বন্দরে "৪নং বিপদজনক সতর্কতা" হিসেবে ঘোষিত হবে। ৪নং বিপদজনক সতর্কতার জন্য আবহাওয়া বার্তাঃ

ক) বন্দর প্রচন্ড বা সর্বোচ্চ তীব্রতার ঝঞ্ঝাবহুল এক সামুদ্রিক জড়ের কবলে নিপতিত। ঝড়ে বাতাসের সর্বোচ্চ একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৮৯ কি:মি: বা তার উর্দ্ধে হতে পারে। ৮নং মহাবিপদ সংকেত মোতাবেক প্রচণ্ড ঝড়টি বন্দরেকে বাম দিকে রেখে উপকূল অতিক্রম করবে। ৯নং মহাবিপদ সংকেত মোতাবেক প্রচণ্ড ঝড়টি বন্দরেকে ডান দিকে রেখে উপকূল অতিক্রম করবে। ১০নং মহাবিপদ সংকেত মোতাবেক প্রচণ্ড ঝড়টি বন্দরের উপর বা নিকট দিয়ে উপকূল অতিক্রম করবে।

৪ নং বিপদজনক সতর্কতার জন্য পদক্ষেপঃ

১নং, ২নং ও ৩নং সতর্কতার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত ব্যবস্থাদির অতিরিক্ত হিসেবে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করতে হবে:

ক। পায়রা বন্দরের কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল রুম, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় প্রশাসন, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এবং রেড ক্রিসেন্ট এর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে বন্দর সংশ্লিষ্ট সকলকে সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করবে।

খ) বন্দর সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল রুমের নির্দেশনা কঠোরভাবে প্রতিপালন করবে।

গ) বন্দর এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে সে ক্ষেত্রে হ্যাজ্যাক লাইট, হ্যান্ড সার্চ লাইট, টর্চ লাইট এবং গ্যাস লাইট ইত্যাদি কন্ট্রোল রুম ও প্রয়োজনীয় স্থানে দায়িত্ব পালনরত কর্মকর্তাদের কাছে রাখতে হবে। কন্ট্রোল রুমের চাহিদার প্রেক্ষিতে ষ্টোর শাখা এগুলোর ব্যবস্থা করবে।

ঘ) পায়রা বন্দরের মেডিকেল সেন্টারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসক, নার্স, ফার্মাসিস্ট, টেকনোলোজিস্টসহ সংশ্লিষ্ট সকলে সার্বক্ষণিক দায়িত্বরত থাকবে। জরুরি চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সামগ্রী ও এ্যাম্বুলেন্স প্রস্তুত রাখতে হবে।

ঙ) প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারীর সমন্বয়ে একটি ইমারজেন্সী রেসপন্স টিম গঠন করতে হবে। ইমারজেন্সী রেসপন্স টিম পায়রা বন্দরের কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল রুমের নির্দেশনা মোতাবেক দায়িত্ব পালন করবে।

ব্যবস্থা গ্রহণেঃ প্রশাসনিক বিভাগ

চ) ঝড়ের সময় ব্যাংকের কাজ কর্ম বন্ধ থাকতে পারে বিধায় বন্দরের জরুরী খরচ মেটানোর জন্য পরিচালক (অর্থ) পর্যাপ্ত পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে রাখবেন। এ অর্থ দিয়ে হারবার মাস্টার ও অন্যান্য কন্ট্রোল রুমের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নির্দেশ মোতাবেক সাইক্লোন ডিউটিরত সদস্যগণের সকল প্রকার অপরিহার্য খরচ মেটানো হবে। তবে এ খরচের যথাযথ হিসাব রাখতে হবে যা পরবর্তীতে সমন্বয় করতে হবে। অর্থ ও হিসাব বিভাগে এ পরিকল্পনার জন্য বাজেট নীতি প্রণয়ন করবেন।

ব্যবস্থা গ্রহণেঃ পরিচালক (অর্থ)

২.৩। ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটিঃ

ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলা সংক্রান্ত বিষয়ে সামগ্রিক কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করবেন। পায়রা বন্দরের ৩নং সতর্কতা জারী করা হলে ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির সভা আহবান করতে হবে। প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও ঘূর্ণিঝড়ের হুমকি শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি তদারকি করবেন।

ক) চেয়ারম্যান, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ	-আহবায়ক;
খ) প্রতিনিধি, ডিসি অফিস পটুয়াখালী	-সদস্য;
গ) পুলিশ সুপার,পটুয়াখালী	-সদস্য;
ঘ) প্রতিনিধি, শেরে বাংলা নৌঘাটি,পটুয়াখালী	-সদস্য;
ঙ) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কোষ্ট গার্ড	-সদস্য;
চ) প্রতিনিধি, মার্কেন্টাইল মেরিন ডিপার্টমেন্ট, পায়রা	-সদস্য;
ছ) প্রতিনিধি, বি আই ডব্লিউ টি এ, বরিশাল	-সদস্য;
জ) প্রতিনিধি, কোষ্টাল শিপ ওনার্স এসোসিয়েশন	-সদস্য;
ঝ) মহাব্যবস্থাপক, বিসিপিসিএল	-সদস্য;
ঞ) প্রতিনিধি, রেডক্রিসেন্ট	-সদস্য;
ট) পরিচালক (প্রশাসন), পাবক	-সদস্য সচিব।

২.৪। ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটিঃ

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের সকল বিভাগীয় প্রধানগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি স্থায়ী সাইক্লোন কমিটি থাকবে। বন্দর কর্তৃপক্ষের পরিচালক (প্রশাসন) এ কমিটির আহবায়ক থাকবেন। পায়রা বন্দরের ২নং সতর্কতা প্রদর্শিত হলে আহবায়ক তাৎক্ষণিকভাবে ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সভা আহবান করবেন। কমিটির সকল সদস্যগণকে ঝড়ের সর্বশেষ অবস্থা এবং আসন্ন বিপদ/দূর্যোগ সম্পর্কে অবহিত করবেন। প্রয়োজনবোধে কমিটি পরিস্থিতি মোকাবেলা করার নিমিত্তে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন।

ক) পরিচালক (প্রশাসন), পাবক	-আহবায়ক;
খ) পরিচালক (ট্রাফিক), পাবক	-সদস্য;
গ) পরিচালক (নিরাপত্তা),পাবক	-সদস্য;
ঘ) পরিচালক (মেরিন এন্ড কনজারভেন্সী),পাবক	-সদস্য;
ঙ) পরিচালক (হিসাব/অর্থ/অডিট),পাবক	-সদস্য;
চ) প্রধান প্রকৌশলী (সিভিল/যান্ত্রিক/বিদ্যুৎ),পাবক	-সদস্য;
ছ) ডক মাস্টার, পাবক	-সদস্য;
জ) হারবার মাস্টার, পাবক	-সদস্য সচিব;

পরিচ্ছেদ-৩

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস দূর্যোগকালীন করণীয় নির্দেশাবলীঃ

এই নির্দেশনাবলী ঝড়ের সতর্কতা প্রদর্শিত হওয়ার সাথে সাথে কার্যকর হবে–

১. আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঝড়ের সংকেত পাওয়া মাত্রই পায়রা বন্দরের VHF পোর্ট কন্ট্রোল রুমের ইনচার্জ টেলিফোনে সংবাদ প্রেরণ ছাড়াও লিখিতভাবে হারবার মাস্টার/ডক মাস্টারকে ঝড় সম্পর্কে অবহিত করবেন।

২. পায়রা বন্দরের ঝড়ের সতর্কতা প্রদর্শনের জন্য দিনের বেলায় সবুজ ও লাল পতাকা প্রদর্শন করতে হবে। লাল পতাকা বিপদ ও সবুজ পতাকা বিপদমুক্ত বুঝাবে। বন্দরে সতর্কতা অনুযায়ী রাতের বেলায় লাল বাতি দিয়ে বিপদ সংকেত এবং সবুজ বাতি দিয়ে বিপদমুক্ত বুঝতে হবে।

৩. হারবার মাস্টার/ডক মাস্টার আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঝড়ের সংকেত পর্যালোচনা করে ঘূর্ণিঝড় স্থায়ী কমিটির আহবায়কের সাথে পরামর্শপূর্বক প্রয়োজনে ঘূর্ণিঝড় স্থায়ী কমিটির সভা আহবান করবেন।

৪. ঘূর্ণিঝড় স্থায়ী কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল রুম পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক ভবনে খোলা হবে। হারবার মাস্টারের নিয়ন্ত্রণে বন্দরের সকল বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সমন্বয়ে বন্দর এলাকায় কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল রুম সার্বক্ষণিকভাবে পরিচালিত হবে।

৫. পায়রা বন্দরের ৩নং সতর্কতা প্রদর্শিত হবার সাথে সাথে বন্দরের সকল স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দিতে হবে এবং যদি শিশুরা স্কুলে অবস্থান করে তবে তাদেরকে অবিলম্বে নিজ নিজ বাসস্থানে পৌছে দিতে হবে।

৬. পায়রা বন্দরের ৩নং সতর্কতা প্রদর্শিত হবার সাথে সাথে বন্দরের প্রতিটি বিভাগে ১টি করে গাড়ী অপারেশনাল কাজের জন্য প্রস্তুত থাকবে। কোন বিভাগের অতিরিক্ত গাড়ীর প্রয়োজন হলে পরিচালক (প্রশাসন) এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে। কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল রুমের জন্য ১টি বাস, ১টি ডবল কেবিন পিকআপ, ১টি ট্রাক ও ১টি জীপ গাড়ি সার্বক্ষণিক প্রস্তুত থাকবে।

৭. পায়রা বন্দরের ৩নং সতর্কতা প্রদর্শিত হওয়ার সাথে সাথে পরিচালক (নিরাপত্তা) বন্দর এলাকায় ভ্রাম্যমান নিরাপত্তা প্রহরীর ব্যবস্থা করবেন। নিরাপত্তা প্রহরীদের সাথে অবশ্যই ১টি লাঠি, ১টি বাঁশি এবং ১টি ৩ ব্যাটারীর টর্চ লাইট থাকবে।

৮. কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল রুমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কেরোসিনসহ হারিকেন, মোমবাতি, লাইটার ও টর্চ লাইট (৩ ব্যাটারীযুক্ত) থাকবে।

৯. বন্দর এলাকায় কাঁচাঘর/নিচু এলাকায় বসবাসরত পরিবার/লোকজনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে তাদের বন্দর এলাকার স্কুলে/মাল্টিপারপাস বিল্ডিংয়ে অথবা অন্য কোন পাকা ভবনে রাখতে হবে।

১০. পায়রা বন্দরে ৪নং সতর্কতা প্রদর্শিত হলে অন্তত দুই হাজার লোকের জন্য ৩দিনের প্রয়োজনীয় চাল, ডাল, বিস্কুট, চিড়া, মুড়ি, চিনি, গুড়া দুধ ইত্যাদি ক্রয় করে তা প্রশাসন বিভাগের তত্ত্বাবধানে নিরাপদ স্থানে মজুদ করতে হবে।

১১. পায়রা বন্দরে ৪নং সতর্কতা প্রদর্শিত হলে অপারেশনাল কাজে নিয়োজিত প্রয়োজনীয় সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের রেশন নিরাপদ স্থানে মজুত রাখতে হবে।

১২. ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় বিভিন্ন কমিটি/বিভাগসমূহের কার্যক্রম Terms of Reference (TOR) সমূহ Standard Operating Procedure (SOP) এর সাথে সংযুক্ত করা হলো। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস দূর্যোগকালীন সময় উক্ত কার্যপরিধি/TOR দ্বারা কার্যক্রম পরিচালিত হবে। অত্র SOP তে সর্বমোট ১২টি (ক্রমিক ১-১২) TOR সন্নিবেশিত করা হলো।

পরিচ্ছেদ-৪

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস পরববর্তী কার্যক্রমঃ

বন্দর এলাকায় ঘূণিঝড় থেমে যাওয়ার সাথে সাথে আশ্রয় স্থানে অবস্থানকারীদের আশ্রয় স্থল ছেড়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করতে হবে। উপ-পরিচালক (প্রশাসন) ও নিরাপত্তা বিভাগের সহযোগিতায় তাদের নিজ নিজ বাসস্থানে নিরাপদে ফিরে যাওয়ার জন্য সহায়তা করবেন।

ক) বন্দর এলাকায় রাস্তার উপর বিদ্যুৎ পোল, গাছপালা, তার ইত্যাদি পড়ে থাকলে তা দ্রুত সরানোর ব্যবস্থা করতে হবে। যদি কোন রাস্তাঘাট চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে তবে জরুরী ভিত্তিতে তা মেরামতের ব্যবস্থা করতে হবে।

খ) অত্যাবশ্যকীয় সার্ভিস সমূহের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণঃ

১. বিদ্যুৎ
২. পানি সরবরাহ
৩. টেলিফোন যন্ত্রসমূহ
৪. বেতার যন্ত্রসমূহ
৫. ক্রেন ও অন্য যন্ত্রপাতি

যদি উপরোক্ত সার্ভিস গুলির ক্ষতিসাধিত হয় তবে সংশ্লিষ্ট বিভাগের লোকজন দ্বারা তা অতিসত্বর মেরামত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

গ) ঝড়ের কবলে পড়ে যদি কোন নৌযান ডুবে যায় বা আধাডুবন্ত অবস্থায় থাকে মেরিন এন্ড কনজারভেন্সি বিভাগ তা উত্তোলন করে চ্যানেলকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘ) বন্দরের সংরক্ষিত এলাকা/আবাসিক এলাকাসমূহের সীমানা প্রাচীর ঝড়ের কারণে ভেংগে পড়লে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল) অতিসত্বর মেরামতের ব্যবস্থা করবেন।

ঙ) ঝড়ের কারণে বন্দর এলাকায় পানি বাহিত বা অন্য কোন সংক্রমিত রোগের প্রার্দুভাব দেখা দিলে চিকিৎসা কর্মকর্তা তা প্রতিরোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

চ) ঘূর্ণিঝড় থেমে যাওয়ার সাথে সাথে পরিচালক (নিরাপত্তা) বন্দরের সর্বত্র এবং জেটি এলাকায় সম্পদ রক্ষার ব্যবস্থা করবেন। প্রয়োজনবোধে তিনি স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহযোগিতা নিবেন।

ছ) বন্দরের সকল বিভাগের নিজ নিজ স্থাপনা/যন্ত্রপাতি/জলযানসমূহের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান নির্ধারন করে একটি তালিকা প্রস্তুত করে পরিচালক (প্রশাসন) এর নিকট ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দাখিল করবেন।

জ) পায়রা বন্দর কতৃপক্ষের মাননীয় চেয়ারম্যান/বোর্ড এর অনুমতিক্রমে ঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন পরিচালক (প্রশাসন) মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন।

--সমাপ্ত--

মোঃ সাইফুল ইসলাম ভূঁইয়া
পাইলট
ও
সদস্য সচিব, SOP প্রণয়ন কমিটি, পাবক।

মোঃ আবুল কালাম আজাদ মোল্লা
উপ-প্রকল্প পরিচালক
(আইএমডিআরসি)
ও
সদস্য, SOP প্রণয়ন কমিটি, পাবক।

মোঃ আজিজুর রহমান
উপ-পরিচালক (ব্রেক বাল্ক)
ও
সদস্য, SOP প্রণয়ন কমিটি, পাবক।

তায়েবুর রহমান
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
ও
সদস্য, SOP প্রণয়ন কমিটি, পাবক।

লেঃ কমাঃ মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান খান,
বিএন
উপ-পরিচালক (নিরাপত্তা)
ও
সদস্য, SOP প্রণয়ন কমিটি, পাবক।

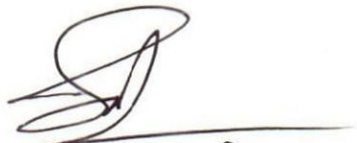

ক্যাপ্টেন এস. এম. শরিফুর রহমান
হারবার মাস্টার
ও
সদস্য, SOP প্রণয়ন কমিটি, পাবক।

মহিউদ্দিন আহমেদ খান (যুগ্মসচিব)
পরিচালক (প্রশাসন)
ও
আহ্বায়ক, SOP প্রণয়ন কমিটি, পাবক।